هكذا تحب رسولك ﷺ ؟

ঈদে মীলাদুন্নবীর হকিকত

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃঃ
১	লেখকের আবেদন	4
২	ঈদে মীলাদুন্নবী অর্থ	6
৩	নবী [ﷺ]-এর জন্ম	6
৪	নবী [ﷺ]-এর মৃত্যু	11
৫	নবী [ﷺ]-এর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানার বিধান	12
৬	রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মীলাদ (জন্মকাল) কি ওয়াফত (মৃত্যুকাল)-এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ?	12
৭	মীলাদ-জয়ন্তী পালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	15
৮	(ক) ইহুদী- খ্রীষ্টানদের মধ্যে মীলাদুন্নবী	15
৯	(খ) শিয়া-রাফেযী সম্প্রদায়ের মাঝে মীলাদুন্নবী	15
১০	(গ) সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবী	17

নং	বিষয়	পৃঃ
১১	(ঘ) ভারত উপমাদেশে মীলাদুন্নবী	20
১২	মীলাদুন্নবী পালন করার বিধান	22
১৩	**প্রথমত:** ইহা একটি বিদাত:	22
১৫	**দ্বিতীয়ত:** ইহা একটি বিজাতীয় অনুকরণ	25
১৬	**তৃতীয়ত:** বিপুল ধন-সম্পদের অপচয়	28
১৭	**চতুর্থত:** এর মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের হারাম কার্যাদি	30
১৮	**পঞ্চমত:** এর দ্বারা আরো বিভিন্ন ধরণের জন্মমৃত্যু উৎসব পালন	30
১৯	**ষষ্টত:** ইসলামী ঈদ ছাড়া আরো ঈদের জন্ম	31
২০	বিভিন্ন সংশয় ও তার খণ্ডন	32
২১	জাল হাদীসের কিছু নমুনা	47
২২	বাতিল ও শিরকি আকীদা ও কাজের কিছু নমুনা	48
২৩	নবী [ﷺ]-এর ভালবাসার জন্য করণীয়	67

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

প্রিয় রসূল [ﷺ]কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসা প্রতিটি মসুলিমের প্রতি ফরজ। কিন্তু নবীর ভালবাসার নামে পেট-পকেটের ধান্দা করা জঘন্য অপরাধ। এক শ্রেণীর মানুষ মীলাদুন্নবী বা ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে নিজেদের ধর্ম ব্যবসাকে জমজমাট করে বসেছে। তারা বাতিল আকিদা দ্বারা সাধারণ জনগণের ঈমান নষ্টকরণ ও অর্থ উপার্জনের কাজটা জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আমরা জনসাধারণকে তাদের খপ্পড় থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে **"ঈদে মীলাদুন্নবীর হকিকত"** বিষয়ে এই ছোট্ট বইটি উপহার দিচ্ছি।

বইটির দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল।
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
০২/০৭/১৪৩৪হিঃ
১২/০৫/২০১৩ ইং

ঈদে মীলাদুন্নবী অর্থ

"ঈদ" আরবী শব্দ যার অর্থ উৎসব ও জয়ন্তী। আর "মীলাদ" শব্দটিও আরবী যার আভিধানিক অর্থ জন্মের সময়। (কামূস: ১/২১৫)।

অতএব, "মীলাদুন্নবী" অর্থ নবী [ﷺ]-এর জন্মকাল। তাই "ঈদে মীলাদুন্নবী"-এর অর্থ দাড়ালো: নবী [ﷺ]-এর জন্ম উৎসব ও জয়ন্তী।

১. নবী [ﷺ]-এর জন্ম:

(ক) বছর:

কোন্ বছরে নবী [ﷺ]-এর জন্ম হয় এ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে যেমন:

- আবরাহার হাতীর বছর।[১] এ মতটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

[১]. নবী [ﷺ]-এর জন্মের বছর ইয়ামেনের আবরাহা হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিমান বাহিনী পাখীর মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশিয়ে দেন। এ বছরটি ছিল আরবদের নিকট অতি প্রসিদ্ধ।

F হাতীর বছরের ১০ বছর পর।

F হাতীর বছরের ১৫ বছর পর।

F হাতীর বছরের ২৩ বছর পর।

F হাতীর বছরের ৩০ বছর পর।

F হাতীর বছরের ৪০ বছর পর।

u হাতীর বছরের কতদিন পর তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে যেমন:

@ ৩০ দিন পর।

@ ৪০ দিন পর।

@ ৫০ দিন পর। এ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

@ ৫৫ দিন পর।

(খ) মাসঃ

কোন মাসে নবী [ﷺ]-এর জন্ম তা নিয়েও অনেক মতভেদ রয়েছে যেমন:

w সফর মাস।

w রবীউল আওয়াল মাস। এ মতটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

- রবীউস সানী মাস।
- রজব মাস।
- রমজান মাস।

(গ) জন্মদিনঃ

সোমবার।

নবী [ﷺ]-এর জন্মদিন সোমবার এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কারণ, সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসে[১] বর্ণিত হয়েছে:

« وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».رواه مسلم.

নবী [ﷺ]কে সোমবারে রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করে হলে বলেন:"আমি এ দিনে জন্মগ্রহণ

[১]. সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস বলতে যে সমস্ত হাদীস নবী [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে প্রমাণিত আমলের যোগ্য। আর যে সকল হাদীস বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত না তাকে বলে যঈফ তথা দুর্বল হাদীস যা আমলের অযোগ্য। আর যেসব হাদীস নবী [ﷺ]-এর নামে বানিয়ে চালিয়ে দেয়া হয়েছে সেগুলোকে বলে জাল হাদীস, যা মানুষকে সাবধান করানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বর্ণনা করাও হারাম।

করেছি এবং এ দিনেই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি বা আমার উপর অহি (কুরআন) নাজিল হয়েছে।" [মুসলিম]

(ঘ) তারিখঃ

তারিখ নিয়েও অনেক মতভেদ রয়েছে যেমনঃ

- ১ রবিউল আওয়াল।
- ২ রবিউল আওয়াল।
- ৮ রবিউল আওয়াল।
- ৯ রবিউল আওয়াল। এ মতটিই অধিকাংশ বিদ্বান ও বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ মাহমূদ পাশার অভিমত।
- ১০ রবিউল আওয়াল।
- ১২ রবিউল আওয়াল। এ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।
- ১৩ রবিউল আওয়াল।
- ১৭ রবিউল আওয়াল।
- ১৮ রবিউল আওয়াল।

(ঙ) জন্মক্ষণঃ

এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে যেমনঃ

- দিনে।
- রাত্রে।
- ফজর ৪টা ২০মি:। এ মতটি বেশি প্রসিদ্ধ।

উল্লেখিত সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নবী [ﷺ]-এর জন্মসন, মাস, তারিখ, ও জন্মক্ষণ সবকিছুতেই মতভেদ রয়েছে। কেননা, এ ব্যাপারে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা আসেনি। শুধুমাত্র দিনের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কারণ, ইহা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

অতএব, ঐতিহাসিকগণ ও বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ মাহমূদ পাশা (মৃত্যু:১৩০৩ হি:)-এর মতে রসূল [ﷺ]-এর জন্ম: হাতীর বছরের ৫০ দিন পর রবীউল আওয়াল মাসের ৯ তারিখ রোজ সোমবার ভোর ৪টা ২০ মি:। মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।
[রাহমাতুললিল আলামীন, আল-ইফহাম ফী তাকবীমিল 'আরাবি কাবলাল ইসলাম এবং আর-রাহীকুম মাখতূম দ্র:]

২. নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুঃ

প্রায় সকলের মতে নবী [ﷺ]-এর মৃত্যু হয়েছিল ১১ হিজরীর ১২রবীউল আওয়াল সোমবার দুপুর বেলা।

নবী [ﷺ]-এর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানার বিধান

নবী [ﷺ]-এর জন্মমৃত্যুর তারিখ জানা ফরজ, ওয়াজিব কিংবা সুন্নত কোনটাই নয়। কারণ, যদি জানা জরুরি হতো তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবে অথবা নবী [ﷺ] তাঁর হাদীসে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দান করতেন এবং অবহিত করিয়ে দিতেন। একজন মানুষকে তার কবরে বা রোজ হাশরে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, নবীর জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ কত? এ ছাড়া না জানার ফলে জান্নাতে প্রবেশে কোন অসুবিধা হবে না। আর কেউ জানলে তার কোন মর্যাদাও বেড়ে যাবে না।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মীলাদ (জন্মকাল) কি ওয়াফত (মৃত্যুকাল)-এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ?

নি:সন্দেহে নবী [ﷺ]-এর মৃত্যু তাঁর জন্মের চেয়ে অনেক গুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,

(ক) তাঁর জন্মকাল ছিল জাহেলিয়াতের সময় আর মৃত্যুকাল ছিল ইসলামে। আর জাহিলি যুগের চেয়ে ইসলামি যুগ উত্তম এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।

(খ) তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন শুধু মুহাম্মদ [ﷺ] হয়ে আর মৃত্যুবরণ করছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল মুহাম্মদ [ﷺ] হয়ে। আর যে হাদীসে বর্ণনা করা হয় যে, নবী [ﷺ] বলেছেন:"আদম (আ:) যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখনও আমি নবী ছিলাম।" ইহা একটি জাল হাদীস। [সিলসিলাহ সহীহা:১/৪৭৩ হা: নং ৩০২ দ্রষ্টব্য]

(গ) আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করাটাকে তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি এহসান বলে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর জন্মকালকে নয়।

আল্লাহর বাণী:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ آل عمران: ١٦٤

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ

করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকতম শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ইমরান:১৬৪]

(ঘ) আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলের মধ্যে উত্তম নুমনা রয়েছে বলেছেন। কিন্তু শুধু মুহাম্মদ [ﷺ]-এর মাঝে উত্তম আদর্শ আছে বলেননি।

আল্লাহর বাণী:

[لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ Z الأحزاب: ٢١

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" [সূরা আহজাব:২১]

এ সবের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মীলাদুন্নবী (নবীর জন্মকাল)-এর তুলনায় ওয়াফাতুন্নবী (নবীর মৃত্যুকাল)-এর গুরুত্ব অনেক গুণে বেশি।

মীলাদ-জয়ন্তী পালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(ক) ইহুদী- খ্রীষ্টানদের মধ্যে মীলাদুন্নবীঃ

¿ মিশরের ইহুদি বাদশাহ তাদের নবী মূসা [عليه السلام] -এর জন্মোৎসব পালন করত।

¿ পরে ইহুদিদের প্রথা খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ফলে তারা তাদের নবী ঈসা [عليه السلام] -এর জয়ন্তী "ক্রিসমাস ডে" ২৫শে ডিসেম্বর পালন করতে থাকে।

(খ)শিয়া-রাফেযী সম্প্রদায়ের মাঝে মীলাদুন্নবীঃ

3 হিজরি চতুর্থ শতকে উবাইদ নামে এক ইহুদি বা অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে তার নাম রাখে উবাইদুল্লাহ। সে নিজেকে ফাতেমা (রা:)-এর সম্ভ্রান্ত বংশধর বলে দাবী করে এবং মাহদী উপাধি ধারণ করে। তার পূরা নাম: আবু মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ইবনে মাইমূন আল-মাহদী। এ ব্যক্তিই মিশরে ফাতেমী খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। এরই প্রপৌত্র (নাতির ছেলে) মুঈজ লিদ্বীনিল্লাহ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের জয়ন্তী অনুকরণে

মীলাদুন্নবী, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন [ﷺ] ও উপস্থিত খলীফার মোট ছয়টি জয়ন্তী ইসলামে সর্বপ্রথম আমদানী করে।

- তারপর থেকে সুদীর্ঘ ১০৩ বছর ধরে এই জয়ন্তী পালন চলতে থাকে। অত:পর আফযাল ইবনে আমীরুল জাইশ ৪৬৫ হিজরীতে মিশরের ক্ষমতা দখল করে উক্ত ছয়টি জয়ন্তী পালন বন্ধ করে দেন।
- এরপর ৪৬৫ হিজরী থেকে ৩০ বছর ঐসব জয়ন্তী পালন বন্ধ থাকে। ফলে মানুষ তা ভুলে যেতে থাকে।
- এরপর ফাতেমী খলীফা আমের বি-আহকামিল্লাহ আবার তা চালু করে। তখন থেকেই জয়ন্তী পালনের প্রথা আজ পর্যন্ত জারি রয়েছে।
- ঐতিহাসিক অন্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, জয়ন্তী পালনের বিদাত পূর্বে উল্লেখিত ফাতেমী খলীফা মুঈজ লিদ্বীনিল্লাহর যুগ থেকে চলতে থাকে। অত:পর ফাতেমী খলীফা মুস্তা'লী বিল্লাহর প্রধানমন্ত্রী বাদ্‌র আল-জামালী (যিনি সুন্নতের

খুবই অনুগত ছিলেন) ঐসব মীলাদ বাতিল করে দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার ঐ বিদাত চালু হয়।

(গ) সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবীঃ

- নবী [ﷺ]-এর যুগ থেকে সুদীর্ঘ ৩৫০ বছর ধরে মুসলমানদের মাঝে কোন প্রকার জয়ন্তী পালিত হয়নি। ফাতেমী খলীফাদের আগে মুসলিম জাহানে মীলাদুন্নবী অথবা কারো জন্মোৎসব পালন বলে কোন জিনিসই ছিল না।
- অত:পর কুরআন ও হাদীসের অনুগত সুন্নী বাদশাহ সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী শিয়াদের সকল জয়ন্তী হিজরীয় ৭ম শতকের শুরুতে বন্ধ করে দেন। কিন্তু এতদসত্বেও জিন ও ইনসান শয়তানদের তৎপরতায় শিয়া জয়ন্তীগুলো আবার সুন্নীদের মাঝে ঢুকে পড়ে।
- শাইখ উমার ইবনে মুহাম্মাদ মোল্লা নামে এক প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ব্যক্তি ইরাকের মাওসেল শহরে

আনুমানিক ৬০৪ হিজরীতে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবী পালন করেন।

2 এঁরই অনুসরণে সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর ভগ্নিপতি ইরাকের ইরবিল শহরের বাদশাহ মু'আজ্জাম মুযাফ্ফারুদ্দীন আবু সাঈদ ইবনে আলী ইবনে বুক্তকীণ কুকুবুরী ধূমধামের সাথে এ অনুষ্ঠান পালন করতে থাকেন।

2 স্পেনের এক ব্যক্তি আবুল খাত্তাব উমার ইবনুল হাসান ইবনে দিহ্ইয়া (৫৪৪-৬৩৩ হি:) মরক্কো ও আফ্রিকা, মিশর ও সিরিয়া, ইরাক ও খোরাসান প্রভৃতি দেশ ঘুরতে ঘুরতে ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের **ইরবিল** শহরে প্রবেশ করে। আর সেখানের বাদশাহ মুযাফ্ফারুদ্দীনকে মীলাদুন্নবী পালনের ভক্ত হিসাবে দেখতে পায়। তাই সে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মীলাদ সম্পর্কে অনেক জাল হাদীস ও মিথ্যা কাহিনী দ্বারা একটি বই লিখে। যার নাম রাখে "কিতাবুত তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর"। এরপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে ৬টি মজলিসে বাদশাহর নিকটে পড়ে শোনায়।

বাদশাহ তাতে খুশি হয়ে তাকে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। (ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান: ৩/১২২)

2 কুকুবুরীর শখ ছিল গান শোনা ও শিকার করা। একটি বিরাট ময়দানে বাদশাহর জন্য একটি কাঠের মঞ্চ আর সুফীদের জন্য খানকাহ ও তাঁবু তৈরী করা হত। মঞ্চ বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হত। প্রত্যেক তাঁবুতে গায়ক ও রাগরাগিণীদের দল এবং খেল-তামাশার দল বসতো। মীলাদের দিন সকালে বাদশাহর কেল্লা থেকে খানখাহ পর্যন্ত সারিবদ্ধ অসংখ্য সুফীদের সমাগম হত। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বিশেষ পোশাক উপহার দেয়া হত। এখানে সরকারী অফিসার ও বাহশাহর পরিষদবর্গ হাজির হত এবং সৈন্যদল মার্চ করতো। ঐ সময় সমস্ত মানুষের কাজ কাম বন্ধ হয়ে যেত। ঐ দিনে **পাঁচ হাজার খাসী-দুম্বা ও দশ হাজার মুরগী জবাই ও এক লাখ দইয়ের মাটির পেয়ালা এবং ত্রিশ হাজার মিষ্টির প্লেটের ব্যবস্থা করা হত।** ঐদিনে জোহর থেকে পরের দিন ফজর পর্যন্ত সুফীদের জন্য গান

শোনার আসর বসত। বাদশাহ নিজেই সূফীদের সাথে নাচে অংশগ্রহণ করতেন। ঐ উৎসব সেরে জনগণ বাড়ী ফিরার সময় সকলকে তিনি কিছু হাত খরচ দিয়ে দিতেন। **তিনি প্রতি বছরে মীলাদ মাহফিলের জন্য তিন লক্ষ ও খানকার জন্য দু'লক্ষ এবং মেহমান খানার জন্য এক লক্ষ মোট ছয় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা খরচ করতেন।** নাঊযুবিল্লাহ!

[আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া: ১৩/১৪৭, ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান: ৩/ ১২১-১২২, ২৭০,২৭৩-২৭৫, তারিখে মীলাদ: ৩৪ পৃ: ও সিয়ার আ'লামুন নুবালা দ্র:]

(ঘ) ভারত উপমাদেশে মীলাদুন্নবীঃ

এ উপমহাদেশেও মীলাদুন্নবী (ফাতিহা দোওয়াজদাহাম) শিয়াদের আমদানী করা। ভারতে মোগল সম্রাটদের কিছু মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিল শিয়া। যেমন: মোগল সম্রাট হুমায়ূন ও সম্রাট আকবরের মা শিয়া ছিলেন। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ কট্টর শিয়া ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাষ্ট্রদূত শিয়া ছিলেন। বাদশাহ বাহাদুরশাহ শিয়া

ছিলেন। তারাই এই উপমহাদেশে সুন্নীদের মাঝে মীলাদুন্নবী প্রচলন চালু করেন। ফলে শিয়া মীলাদুন্নবীর কিছু আলামত আজও রয়ে গেছে। যেমন: আলোকসজ্জা ও মিছিল ইত্যাদি।

মীলাদুন্নবী পালন করার বিধান

2 প্রথমত: ইহা একটি বিদাত:

ইহা দ্বীনের মাঝে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে নব আবিস্কার। কারণ, না এর কোন দলিল কুরআনে আছে আর না কোন বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে। আর না ইহা কোন সাহাবায়ে কেরাম করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

> = (; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [

الأعراف: ٣ Z @ ?

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অলিদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।"

[সূরা মায়েদা: ৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

| z y w v u t s r q p [

الحشر: ٧ Z ﴿٧﴾ ٱلۡعِقَابِ ~ }

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর:৭]

৩. নবী [ﷺ] বলেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ».متفق عليه وفي رواية « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». مسلم.

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কোন জিনিস (বিদাত) আবিস্কার করে তা প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারী ও মুসলিম] অন্য এক বর্ণনায় আছে:"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল ক'রে যার অনুমদন আমাদের নেই তা পরিত্যাজ্য।" [মুসলিম]

৪. নবী [ﷺ] আরো বলেন:

((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)).أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي انظر: صحيح الجامع

"সুতরাং, তোমাদের প্রতি জরুরি হচ্ছে আমার ও হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরা। উহা মাড়ীর দাঁত দ্বারা মজবুত করে কামড়িয়ে ধরবে। আর নতুন নতুন বিদাত থেকে দূরে থাকবে। কারণ, দ্বীনের মাঝে প্রতিটি নতুন আবিস্কার (বিদাত) ভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।" [আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ, হাদীসটি বিশুদ্ধ, সহীহুল জামে' হা: নং: ২৫৪৬ দ্রষ্টব্য]

- নবী [ﷺ] নিজের বা তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা (রা:) আর না কোন ছেলে-মেয়েদের জন্মমৃত্যুর উৎসব করেছেন।
- না তাঁর মৃত্যুর পর "খাইরুল কুরূন" তথা সর্বোত্তম প্রথম তিন স্বর্ণযুগে কোন খলীফা বা সাহাবী করেছেন। আর না কোন তাবেঈ বা তাবে' তাবেঈ কিংবা কোন ইমাম করেছেন।

- **দ্বিতীয়তঃ ইহা একটি বিজাতীয় অনুকরণঃ**

ইহা ইহুদি ও খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক ও হিন্দু এবং কাফের-মুশরিকদের প্রথা ও রীতি। আল্লাহ তা'য়ালা ও

তাঁর রসূল [ﷺ] বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করতে জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

- , +) (' & % $ # " ! [

= < ; 9 8 7 6 5 4 3 2 0 / .

Z C B A @ ? > البقرة: ١٢٠

"ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সনতুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।"

[সূরা বাকারা:১২০]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

ٱلْبَيِّنَٰتُ ~ } | { z y x w v [

وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ Z آل عمران: ١٠٥

"আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আজাব।" [সূরা আল-ইমরান: ১০৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

U T S R Q P O N M L K J I [

الأنعام: ١٥٩ Z] \ [Z Y XW V

"নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত। অত:পর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে।" [সূরা আন'আম: ১৫৯]

আর নবী [ﷺ] তাঁর উম্মতকে বিজাতীয়দের সর্বপ্রকার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

৪. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». صحيح الجامع:٦١٤٥

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বির্ণত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সদৃশ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" [হাদীসটি বিশুদ্ধ, সহীহুল জামে' হা: নং:৬১৪৫]

৫. নবী [ﷺ]-এর আরো বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى».صحيح الجامع

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিন বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা পাকা (চুল-দাড়িকে খেজাব দ্বারা) পরিবর্তন কর। আর (খেজাব না লাগিয়ে সাদা রেখে) ইহুদি ও খ্রীষ্টনের সদৃশ হয়ো না।" [হাদীসটি বিশুদ্ধ, সহীহুল জামে' হা: নং: ৪১৬৮]

৬. নবী [ﷺ]-এর আরো বাণী:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى». متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা মোচ ছোট করে

এবং দাড়ি লম্বা রেখে মুশরেকদের বিপরীত কর।" [বুখারী ও মুসলিম]

[2] তৃতীয়তঃ বিপুল ধন-সম্পদের অপচয়ঃ

সম্পদ অপচয় করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম। সরকারী ছুটির মাধ্যমে কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকার ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিরাট অংকের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া হালুয়া-রুটি, খানা-পিনা ও মোল্লাদের হাদীয়া এবং আলোক সজ্জা ও মাহফিল ইত্যাদি বিষয়ে খরচের বিশাল অংকের টাকার ধর্মের নামে অপচয়।

১. আল্লাহ তা'য়লার বাণীঃ

[ ) * + , . / 0 1 2 Z الأعراف: ٣١

"আর খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আ'রাফঃ ৩১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণীঃ

[وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ Z الإسراء: ٢٦ - ٢٧

"আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ২৬-২৭]

৩. নবী [ﷺ] সম্পদ বিনষ্ট করা অপছন্দ করতেন:

عَنْ الْمُغِيرَةِ ﷺ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ:« يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ...». رواه البخاري.

মুগিরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন:"নবী [ﷺ] অসার কথাবার্তা বলতে, বেশি বেশি প্রশ্ন ও সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করতেন---।" [বুখারী]

2 **চতুর্থত:** এর মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের হারাম কার্যাদি। যেমন: নাচ-গান, বাজনা ও ঢাক-ঢোল,

নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা, শিরকি আকীদা ও নবী [ﷺ]-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি। নবী [ﷺ]-এর রুহ মীলাদ মাহফিলে হাজির-নাযির হয় এমন ধারণা করে কিয়াম করা। আরো রয়েছে সালাত ত্যাগ ও মাইকের আওয়াজে মানুষের সমস্যা সৃষ্টি। এ সবই শরিয়ত বিরোধী কাজ।

2 **পঞ্চমত:** এর দ্বারা আরো বিভিন্ন ধরণের জন্মমৃত্যু উৎসব পালন: যেমন পীর-বুজুর্গদের ওরস মাহফিল এবং বার্ষিকী পালনের প্রথা চালু হয়েছে। এমনকি এক শ্রেণীর সূফী ও পেটপূজারী আলখেল্লা পরা লোকদের ধর্মের নামে ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠে।

2 **ষষ্টত:** ইসলামী ঈদ ছাড়া আরো ঈদের জন্ম। দ্বীন ইসলামে বছরে মুসলমানদের দু'টি ঈদ: ঈদুলফিতর ও ঈদুলআজহা। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে জুমার দিনের ঈদ ছাড়া আর কোন ঈদ নেই। সুতরাং, ঈদে মীলাদুন্নবী দ্বীনের মধ্যে নতুন একটি ঈদকে সংযোজন করা একটি জঘন্য অপরাধ।

বিভিন্ন সংশয় ও তার খণ্ডন

একজন মুসলিমের ঈমান ধ্বংস করার জন্য শয়তানের চারটি প্রবেশ পথ। (এক) **জাহালাতঃ** দ্বীনের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা। (দুই) **গাফলাতঃ** দ্বীনের ব্যাপারে গাফলতি তথা অবহেলা ও উপেক্ষা প্রদর্শন। (তিন) **শাহওয়াতঃ** প্রবৃত্তির অনুসরণ। (চার) **শুবহাতঃ** দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের সংশয় ও সন্দেহ এবং অলিক কথাবার্তা। এর মধ্যে চতুর্থ প্রকার প্রবেশ পথ সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। এর দ্বারা শয়তান এক শ্রেণীর জানা মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। আর একজন বদআমল আলেমের পদস্খলনের মাধ্যমে সাধারণ অনেক মানুষই ভ্রষ্ট হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সংশয়ের বিস্তারিতভবে উত্তর দেয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর হলো:

প্রথমতঃ বিদাতীরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদের কুমতলব হাসিল করতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ তারা অতি দুর্বল অগ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে অপচেষ্টা করে থাকে।

তৃতীয়তঃ তারা মনগড়া রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নামে জাল হাদীস বানিয়ে তার দ্বারা তাদের বাতিল উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চায়।

চতুর্থতঃ আচ্ছা যেসব কুরআনের আয়াত দ্বারা তারা দলিল গ্রহণ করে সেগুলো কি তাদের উপর নাজিল হয়েছিল? উত্তরঃ অবশ্যই না। নাজিল তো হয়েছিল নবী [ﷺ]-এর প্রতি। তাহলে প্রশ্ন হলো: নবী [ﷺ] কি সেগুলোর অর্থ বুঝে ছিলেন না বুঝেননি? উত্তরঃ তিনি [ﷺ] অবশ্যই বুঝেছিলেন তার মাঝে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না। তাহলে প্রশ্ন হলো: তিনি [ﷺ] কি বুঝার পর আমল করেছিলেন না করেননি? উত্তরঃ অবশ্যই আমল করেছিলেন এবং সাহাবাগণকে আমল করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ও সাহাবাগণের আমলে বেদাতীরা যা করে তা আমরা পাচ্ছি না। তাহলে বুঝা গেল নিজেদের মতলব হাসিল ছাড়া আর কিছুই না।

পঞ্চমতঃ যে সমস্ত হাদীস দ্বারা তারা দলিল গ্রহণ করছে সেগুলো কি নবী [ﷺ]-এর হাদীস নয়? যদি তাই হয় তাহলে তিনি কি বুঝে ছিলেন? যদি বুঝে

থাকেন তাহলে তিনি কেন আমল করেননি? এর অর্থ কি এ দাঁড়ায় না যে, ডালমে কুচ কালা হায়!?

১. সংশয়ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

j i h g f e d c b a [

يونس: ٥٨ Z k

"বলুন, আল্লাহর করুণা (কুরআন) ও রহমতে (ইসলাম)। সুতরাং, এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা তারা সঞ্চয় করে।" [সূরা ইউনুস:৫৮]

তারা বলে: এখানে আল্লাহ তাঁর "রতমত" অর্থাৎ মুহাম্মদ [ﷺ]-যার ব্যাপারে আনন্দ করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র তাঁর নবী [ﷺ]কে রতমত বলে আখ্যায়িত করেছেন:

الأنبياء: ١٠٧ Z e d c b a ` [

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া: ১০৭]

সংশয় খণ্ডন: উল্লেখিত সূরা ইউনুসের ৫৮ আয়াতে "ফজল" ও "রহমত"-এর তফসীরে সাহাবী ইবনে আব্বাস [ﷺ] বলেন: "ফজল"-এর অর্থ কুরআন আর "রহমত"-এর অর্থ ইসলাম। ইবনে কাসীর (রহ:) "ফজল" -এর অর্থ হেদায়েত আর "রহমত" -এর অর্থ সত্য দ্বীন উল্লেখ করেছেন। [তাফসীর ত্বারী: ১১/১২৪-১২৬, তাফসীর কুরত্বী: ৮/৩৫৮, তাফসীর ইবনে কাসীর: ২/৪২২ ও মুসন্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা: ৩০০৬৭]।

কোন বিশ্বসস্ত তাফসীরে রহমত অর্থ নবী [ﷺ]কে বলা হয়নি। এ ছাড়ও এ আয়াতটির পূর্বের আয়াতে ও অন্যান্য অনেক আয়াতে কুরআনকে রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতএব, নিজেদের মনগড়া তাফসীর করে জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করা সম্পূর্ণ হারাম কাজ। কারণ, মনগড়া কুরআনের তাফসীর করা মানে নিজেকে বড় ধরণের অপরাধী বানানো। আর যে তাফসীর সাহাবীদের তাফসীরের বিপরীত তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কী? বরং পরিত্যাজ্য।

এ ছাড়া যদি এ আয়াতে নবী [ﷺ]-এর জন্মদিন পালনের নির্দেশই হত, তাহলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] নিজেই তা করতেন এবং তাঁর সাহাবাগণ [رضي الله عنهم] করতে। কিন্তু তাঁদের কেউ না করাই প্রমাণ করে যে ইহা একটি সুস্পষ্ট বিদাত।

২. সংশয়ঃ নবী [ﷺ] মদীনায় হিজরত করে আশূরার সিয়াম পালন করতেন। কারণ, মূসা [عليه السلام] ও তাঁর জাতি বনি ইসলাঈলরা এ দিনে ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। জালেমের জুলুম থেকে নাজাত পাওয়া একটি বিরাট নেয়ামত, যার শুকরিয়ার্থে সিয়াম রখেছিলেন। অতএব, আমরাও নবী [ﷺ]-এর মত একটি বিরাট নেয়ামত পেয়ে তার শুকরিয়ার্থে মীলাদুন্নবী করতে নিষেধ কিসের?

সংশয় খণ্ডনঃ আশূরার সিয়াম সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মীলাদুন্নবীর কোন প্রমাণ নেই। বরং ইহা বিদাত। নবী [ﷺ] তাঁর জন্মদিনে ঈদ মানাতেন না। বরং তিনি [ﷺ] তাঁর জন্মদিন সোমবারে রোজা রাখতেন। আর ঈদের দিন তো রোজা রাখা হারাম।

৩. সংশয়ঃ বাইহাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী [ﷺ] নবুয়াত লাভের পর নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করেছিলেন। যদিও তাঁর আকীকা দাদা আব্দুল মুত্তালেব সপ্তম দিনে করেছিলেন। আর ইহা ছিল আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া। সুতরাং, নবী [ﷺ] একটি নেয়ামত আমরা তার শুকরিয়া কেন করব না?

সংশয় খণ্ডনঃ ইমাম মালেক বলেনঃ হাদীসটি বাতিল যার সনদে (বর্ণনা সূত্রে) আব্দুল্লাহ ইবনে মেহওয়ার রয়েছে যে অতি দুর্বল বর্ণনাকারী। এ ছাড়া হাদীসটিতে মীলাদুন্নবীর কোন প্রমাণও নেই। আর শুকরিয়ার নিয়ম কি নিজেদের ইচ্ছামত হবে, না তার পন্থা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা শরিয়ত সম্মত হবে?!

৪. সংশয়ঃ উরয়ার হাদীস যাতে আব্বাস [رضي الله عنه] তাঁর ভাই আবু লাহাবকে স্বপ্নে দেখেন যে, কবরে তার আজাব হচ্ছে। কিন্তু প্রতি সোমবার আজাব হালকা করা হয়। কারণ, সে তার দাসী সোওয়াইবা নবী [ﷺ]-এর জন্মের খবর দিলে তাকে আজাদ করেছিল। তাই কাফের যদি নবী [ﷺ]-এর জন্মতে

খুশি হওয়ার ফলে উপকার পায়, তবে আমরা কেন মীলাদুন্নবী পালন করে খুশি করব না?

সংশয় খণ্ডন:

(ক) নবী [ﷺ] ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্ন দ্বারা শরিয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত হয় না।

(খ) আব্বাস [رضي الله عنه] ইহা কাফের অবস্থায় দেখেছিলেন যার শরিয়তে কোন মূল্য নেই।

(গ) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কাফের তার ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়াতে পাবে মরার পর নয়। আর জাহান্নামে আবু তালিবের শাস্তি কম হবে নবী [ﷺ]-এর সুপারিশ করার জন্যে কোন আমল দ্বারা নয়।

৫. সংশয়: নবী [ﷺ] তাঁর জন্মদিনে রোজা পালন করতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি জন্মদিনের সম্মান করতেন। অতএব, আমরা তাঁর মীলাদুন্নবী করে কেন সম্মান করব না?

সংশয় খণ্ডন: হ্যাঁ, প্রতি সোমবার আপনারাও রোজা পালন করুন। কেন নির্দিষ্ট করে ১২ রবিউল আওয়াল শুধুমাত্র? তাও আবার রোজা পালন ব্যতীত এবং সোমবার ছাড়াও। এ ছাড়া নবী [ﷺ] জুমার দিনে

নির্দিষ্ট করে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। অতএব, কোন দিন নির্দিষ্ট করে রোজা রাখাও শরিয়ত সম্মত নয়।

৬. **সংশয়ঃ** যদি ১২ রবিউল আওয়াল নির্দিষ্ট না করে মীলাদুন্নবী করি তাতে নিষেধ কিসের?

সংশয় খণ্ডনঃ এবাদত শরিয়তের দলিলের উপর নির্ভরশীল। দলিল ছাড়া কোন কাজ দ্বীন মনে ক'রে করা যাবে না। তাই এর দলিল নেই বলে করা বিদাত। আর নবীজীর সোমবারে রোজা রাখা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈদ তথা উৎসব করতেন না। কারণ, ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম।

৭. **সংশয়ঃ** আমরা এর দ্বারা নবী [ﷺ] -এর সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করি যা উত্তম কাজ।

সংশয় খণ্ডনঃ নবী [ﷺ] -এর সম্মান ও মর্যাদার প্রদর্শন হয় তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহের আনুগত্যের মাধ্যমে। বিদাত, কুসংস্কার ও পাপের দ্বারা নয়। সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم] তাঁকে সবার চেয়ে বেশি সম্মান করতেন। অথচ তাঁরা কখনো মীলাদ মাহফিল করে তাঁর সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করেননি।

৮. সংশয়: পৃথিবীর অনেক মুসলমারা করেন। সুতরাং, ইহা ভালকাজ না হলে কি অসংখ্য মানুষ করতে পারে?

সংশয় খণ্ডন: দলিল তো উহাই যা কুরআনে বা নবী [ﷺ] থেকে প্রমাণিত। অনেক মানুষ যা করে তা কখনো দলিল নয়। নবী [ﷺ]সর্বপ্রকার বিদাত করতে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[© تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ μ ¶ , ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴿١١٦﴾ Z الأنعام: ١١٦

"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।" সূরা আন'আম: ১১৬]

৯. সংশয়: এর দ্বারা নবী [ﷺ]-এর মহব্বতের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং করলে অসুবিধা কি?

সংশয় খণ্ডন: নি:সন্দেহে নবী [ﷺ]কে ভালবাসা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ। আল্লাহর ভালবাসার পরে

নবীজীর ভালবাসা সবকিছুর উপরে রাখা জরুরি। আর তাঁর সঠিক মহব্বত প্রকাশ সুন্নতের ইত্তেবা তথা অনুসরণ ও অনুকরণের দ্বারা হয়, বিদাত সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

J I H G F E D C B A @ ? > [

آل عمران: ٣١ Z M L K

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা আল-ইমরান: ৩১]

১০.সংশয়: আমরা তো নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করি এবং তাঁর সীরাত আলোচনা করি যা করণীয় কাজ। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করার জেন্য আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

L K J I G F E D C B M

الأحزاب: ٥٦ L P O N M

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর।" [সূরা আহজাব: ৫৬]

সংশয় খণ্ডন: দরুদ ও সালাম পাঠ করা একটি উত্তম এবাদত। আর প্রতিটি এবাদত রসূলের আদর্শ মোতাবেক হতে হবে, নিজেদের বানানো তরীকায় নয়। দরুদে ইবরাহীমী বাদ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের বিদাতী দরুদ যেমন: হাজারী দুরুদ, দুরুদে নারিয়া, দরুদে তুনাজ্জিনা, দুরুদে মাহী, দুরুদে তাজ, দুরুদে শিফা, দরুদে ফুতুহাত, দরুদে চিশতিয়া, দরুদে মুজাদ্দেদীয়া, দরুদে কাদেরিয়া ইত্যাদি। এসব বিদাতী দরুদ সম্পূর্ণ নবীর তরীকা বহির্ভূত যা ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর সূরা আহজাবের আয়াতটি নবী [ﷺ]-এর প্রতিই নাজিল হয়েছিল না অন্য কারো উপর? তিনি কি এর অর্থ বুঝেছিলেন এবং আমল করেছিলেন? তাঁর

প্রতি উক্ত আয়াতটি নাজিলের পর সাহাবা কেরাম [ﷺ] নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞেস করলে তাদেরকে দরুদে ইবরাহিমী পড়ার শিক্ষা দেন। দরুদে ইবরাহিমীকে শুধুমাত্র সালাতে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করা এক প্রকার অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই না।

عَنْ كعْب بْنِ عُجْرَةَ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟قَالَ:« قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

কা'আব ইবনে 'উজরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের নিকট আসলে আমরা বললাম: আপনার প্রতি কিভাবে সালাম দিব তা জেনেছি। অতএব, আপনার প্রতি দরুদ কিভাবে পাঠ করব? নবী [ﷺ] বললেন: তোমরা বলবে: আল্লাহুম্মা স্বল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ-----।" [বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ:« قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».رواه مسلم.

আবু মাস'উদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা:)-এর মজলিসে বসে ছিলাম এ সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের নিকট আসলেন। অত:পর বাশীর ইবনে সা'দ তাঁকে বলল: আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করতে নির্দেশ করেছেন। অতএব, আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দরুদ পাঠ করব? বর্ণনাকারী বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] (উত্তর জানা না থাকার কারণে) চুপ হয়ে গেলেন। এমনকি আমরা মনে করতে ছিলাম যদি

তিনি (বাশীর ইবনে সা'দ) তাঁকে জিজ্ঞাসা না করত তাই ভাল ছিল। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] (অহি দ্বারা উত্তর জানতে পেরে) বললেন:"তোমরা বলবে: আল্লাহুম্মা স্বল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ------।" [মুসলিম]

রসূলুল্লাহ [ﷺ] মাহফিল করে বা মিষ্টি ইত্যাদি হাজির কিংবা সমস্বরে দরুদ পাঠ করতে বললেননি। তাই পেট ও পকেটের ধান্দার মতলবে বাইরে নবী [ﷺ]-এর মহব্বত প্রকাশ করা কাদের কাজ একটু চিন্তা-ভাবনা করে বুঝার চেষ্টা করুন?

আর সীরাতে রসূল তথা তাঁর জীবন চরিত বর্ণনায় জাল হাদীস ও অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি এবং মিথ্যা কেস্সা-কাহেনী উল্লেখ করা যা প্রকৃত পক্ষে নবী [ﷺ]-এর শানে ও মর্যাদার ব্যাপারে চরম বেআদবী ছাড়া আর কিছুই না।

নবী [ﷺ] তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». رواه البخاري.

উমার ফারুক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি করবে না, যেমন খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনে মারয়াম [ﷺ]কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি শুধুমাত্র আল্লাহর বান্দা। সুতরাং, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে।" [বুখারী]

জাল হাদীসের কিছু নমুনা

@ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: হে নবী আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না। [জাল হাদীস]

@ নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। আর সে নূর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। [জাল হাদীস]

@ নবী [ﷺ] বলেন: আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম [عليه السلام] মাটি ও পানির মাঝে ছিলেন। [জাল হাদীস]

@ আদম [عليه السلام] নবী [ﷺ]-এর অসিলা করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। [জাল হাদীস]

উল্লেখিত হাদীসগুলো সমাজে বহুল প্রচলি কিন্তু সবগুলই বাতিল ও জাল হাদীস। এ গুলো মানুষকে হুশিয়ার ও সাবধান করার উদ্দেশ্য ব্যতীত বর্ণনা করা হারাম। কারণ, নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনে বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যারা জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় আমার নামে জাল হাদীস বর্ণনা করে তারা নিজেরাই নিজেদের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেই।"
[বুখারী ও মুসলিম]

বাতিল ও শিরকি আকীদা ও কাজের কিছু নমুনাঃ

@ নবী [ﷺ] ইলমে গায়েব জানেন আকিদা রাখা। আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া আর কেউ গায়েব তথা কোন মাধ্যম ছাড়া অদৃশ্যের খবরা-খবর জানে বিশ্বাস করা বড় শিরক ও কুফরি। নবী [ﷺ]-এর নিকট গায়েব জানার মাধ্যম ছিল অহি। তাই তাঁর কোন খবরদান বাহ্যিকভাকে গায়েব মনে হলেও তা অহি দ্বারা খবরদানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলতেন না। তিনি যা কিছু বলতেন বা করতেন কিংবা সমর্থন করতেন সবই অহির দ্বারা হত। অতএব, যেখানে অহির মত শক্তিশালী মাধ্যম আছে সেখানে গায়েব

জানা ভাবা মূর্খতা ও বাতিল আকিদা ছাড়া আর কি হতে পারে।

@ হায়াতুন্নবী তথা নবী [ﷺ] জিবীত আছেন বিশ্বাস করা। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অমর মনে করা বড় শিরক।

@ নবী [ﷺ] মিলাদ মাহফিলে হাজির (উপস্থিত হন) ও নাযির (সবকিছু দেখেন)। হাজির ও নাযির এ দু'টি গুন মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য সাব্যস্ত করা বড় শিরক। তাই নবী [ﷺ]কে হুজুর বলা এ বাতিল আকিদা থেকেই জন্ম। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর খালীল ও হাবীবকে কুরআনে মুহাম্মাদ ও আহমাদ ছাড়া বহু গুণ বাচক নামে ভূষিত করেছেন। এসব সুন্দর নাম বাদ দিয়ে নিজেদের বাতিল আকিদা দ্বারা হুজুর নামকরণ এক প্রকার চরম বেআদবি যা আমাদের পরিত্যাগ করা জরুরি। তাই আমরা লেখা ও বলার সময় কোন ক্রমেই হুজুর বলব না।

@ রসূল [ﷺ]-এর নিকট বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া করা। ইহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চাওয়া বড় শিরক।

@ "ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলে নবী [ﷺ] কে সম্বোধন করা। আল্লাহ ছাড়া কোন অনুপুস্থিত বা মৃতকে এভাবে ডাকা বড় শিরক।

@ রসূল [ﷺ]-এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা অসিলা করা। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রতি ঈমান বা তাঁর আনুগত্য কিংবা তাঁর মহব্বত ছাড়া অন্য কিছুর অসিলা করা বিদাত। কারণ, এ ধরণের অসিলা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

@ "বুরদাহ বুসাইরিয়্যাহ" আরবি বা অনুবাদ কবিতা পাঠ করা। বুসাইরীর কবিতা শিরক ও কুফরি দ্বারা ভরপুর। ইহা পড়া বা পড়ানো সবই শিরক।

@ নবী [ﷺ]কে নূরের নবী মনে করা এবং তাঁর নূর দ্বারা সমস্ত মখলুখ সৃষ্টি হয়েছে এমন বাতিল ধারণা রাখা। আর এর পক্ষে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা ও জাল হাদীস পেশ করা। নবী [ﷺ]কে যদি আল্লাহর যাতি বা সিফাতি নূর মনে করা হয়

তাহলে নবী [ﷺ] আল্লাহরই অংশ প্রমাণিত হয়। (নাঊযু বিল্লাাহি মিন যালিক) আল্লাহ তা'য়ালা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কারণ, তাঁর কোন অংশ নেই। আর কাউকে আল্লাহর অংশ বিশ্বাস করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া নবী [ﷺ]কে নূরের বলার তাদের উদ্দেশ্য যদি নবীর সম্মান ও মর্যাদা বাড়ানো হয়, তাহলে এটা এক প্রকার আহমকি। কারণ, নূরের ফেরেশতার চেয়ে মাটির নবী [ﷺ]-এর মর্যাদা অনেক গুণে বেশি। তাই নবী [ﷺ]কে নূরের প্রমাণ করে তাঁর মর্যাদা ঘটানো হয় বাড়ানো হয় না। আর তিনি যদি নূরের হতেন তাহলে তিনি নিজেই বলে যেতেন কিন্তু কখনো বলেননি। বরং কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে তিনি সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ। তিনি সাধারণ মানুষের মত বাবা আব্দুল্লাহ ও মা আমেনার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাঁর জন্ম সাধারণ নিয়মের ভিন্ন কোন কিছু হত, তাহলে যেমন ঈসা [عليه السلام]-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে

বলে দিয়েছেন তেমনি বলে দিতেন। যদি তিনি নূরেরই হতেন তাহলে তাঁর ঘরে বাতি জ্বালানোর কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু তাঁর ঘরের অন্ধকার দূর করার জন্য বাতি জ্বালাতে হত। আর যদি তিনি নূরেরই হতেন তাহলে মেরাজের রাত্রিতে নূরের পর্দায় থাকা তাঁর প্রতিপালক আল্লাহকে নূর ভেদ করে দেখতে পেতেন ও নূর নূরকে ভেদ করে দেখতে কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু নবী [ﷺ] তাঁর প্রতিপালককে দেখেননি যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ:« نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ». رواه مسلم.

আবু যার গেফারী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেন: "নূর! কিভাবে দেখব?" [মুসলিম হা: নং ২৬১]

অন্য বর্ণনায় আছে:

« رَأَيْتُ نُورًا ». رواه مسلم.

"আমি নূর দেখেছি।" [মুসলিম: হা: নং ২৬২]
আর মা আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ: { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}». متفق عليه.

"যে তোমাকে বলবে যে, নবী [ﷺ] তাঁর প্রতিপালকে দেখেছেন সে মিথ্যুক। কারণ, আল্লাহর বণী: "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে (আল্লাহকে) পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ।" [সূরা আন'আম:১০৩]
অন্য বর্ণনায় আছে:

« مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ ». رواه مسلم.

"যে ধারণা করবে যে মুহাম্মাদ [ﷺ] তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন সে আল্লাহর প্রতি মহামিথ্যারোপ করলো।" [মুসলিম হা: নং ২৫৯]

আর সূরা নাজমে যে দেখার কথা উল্লেখ হয়েছে তা ফেরেশতা জিবরীল [عليه السلام]কে দেখার কথা যা বিশ্বস্ত তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

১১. সংশয়:

আল্লাহর বাণী:

[| } ~ بِـَٔايَـٰتِنَآ أَنۡ أَخۡرِجۡ قَوۡمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرۡهُم © ٱللَّهِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٖ ´ Z إبراهيم: ٥

"আমি মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ কর। নিশ্চয় এতে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" সূরা ইবরাহীম:৫]

এ আয়াতে আল্লাহ মূসা [عليه السلام]কে তাঁর জাতিকে নেয়ামতরাজির স্মরণ করাতে বলেছেন। আর নি:সন্দেহে নবী [ﷺ] হলেন একটি বিরাট নেয়ামত।

অতএব, এ দিনে আমরা নবী [ﷺ]কে স্মরণ করি যা একটি ভাল কাজ।

সংশয় খণ্ডন: নবীর স্মরণ শরিয়তে যে সকল সময় স্মরণ করতে বলেছে সেখানে করা। যেমন: আজানে, ইকামতে, খুৎবায়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ইত্যাদিতে। এ ছাড়া বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পড়ে এবং তাঁর সুন্নত পড়ে, বুঝে, আমল করে ও তার দাওয়াত ও তাবলীগ করে। এসব বাদ দিয়ে মনগড়া নতুন নতুন বিদাত সৃষ্টি ক'রে নয়। আর এ আয়াত দ্বারা নবী [ﷺ]-এর মিলাদ মাহফিল করে স্মরণ করাই যদি হতো তাহলে তিনিই সর্বপ্রথম করতেন এবং পরবর্তীতে সাহাবাগণ করতেন। কিন্তু এ ধরণের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

১২. সংশয়: বিদাত দু'প্রকার ''বিদা'আতে সায়্যেয়াহ'' (খারাপ বিদাত) ও ''বিদা'আতে হাসানাহ'' (ভাল বিদাত)। আর ঈদে মিলাদুন্নবী বিদ'আতে হাসানাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর পক্ষে নবী [ﷺ] -এর বাণী:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ﷺ- - - - فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ».رواه مسلم.

জারের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] বর্ণিত, ---------- অত:পর রসূলুল্লাহ বলেন: “যে ব্যক্তি ইসলামের কোন সুন্নতকে পূনর্জীবিত করে। এরপরে যারা এর আমল করবে তাদের কোন নেকি না কমিয়ে সে পরিমাণ তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। আর “যে ব্যক্তি ইসলামের মাঝে কোন পাপ কাজকে পূনর্জীবিত করে। এরপরে যারা এ আমল করবে তাদের কোন পাপ কম না করে সে পরিমাণ তার জন্য পাপ লেখা হবে।” [মুসলিম]

আরো সংশয় হিসাবে পেশ করে: তারাবির সালাতের ব্যাপারে উমার ফারুক [ﷺ]-এর উক্তি “নি‘মাল বিদ‘আতু হাযিহি”। [বুখারী]

সংশয় খণ্ডন:

(ক) বিদাতকে উক্তভাগে ভাগ করাটাও এক প্রকার বিদাত। কারণ, নবী [ﷺ] বলেছেন:

«كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ».رواه النسائي.

"প্রতিটি (দ্বীনের মধ্যে) নতুন আবিস্কার বিদাত। আর প্রতিটি বিদাতই ভ্রষ্টতা এবং প্রতি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম"। [নাসাঈ] আর নবী [ﷺ]-এর দুই হাদীসের মাঝে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই। কারণ তিনি বলেছেন:"যে ব্যক্তি ইসলামে সুন্নতে হাসানাহ" করল সে তার ও যে এ আমল করে উভয়ের বরাবর সওয়াব পাবে। সুন্নাহ হাসানাহ বলা হয় যা শরিয়ত সম্মত জিনিস। আর বিদাত তো সুন্নত নয় এবং হাসানাহও নয় বরং "যলালাহ" তথা ভ্রষ্টতা। আর নবী [ﷺ] "বিদ'আতে হাসানাহ"ও বলেননি। তাহলে এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা একান্ত মূর্খতা ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার হাতিয়ার ছাড়া আর কী বলা যায়?

(খ) নবী [ﷺ] সুন্নতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: সন্নাহ হাসানাহ ও সুন্নাহ সায়্যেয়াহ। তিনি বিদাতকে দু'ভাগে তো ভাগ করেননি। অতএব, এ হাদীস দ্বারা বিদাত দু'প্রকারের পক্ষে দলিল পেশ করা এক প্রকার অজ্ঞতা ও মতলববাজি ছাড়া আর কি হতে পারে।

(গ) "মান সান্না" অর্থ যে ব্যক্তি মৃত সুন্নতকে নতুন করে পূনর্জীবিত করে, ভাল বিদাত সৃষ্টি করে নয়।

(ঘ) "মান সান্না" অর্থ যে ব্যক্তি সুন্নতের আমলকে বাস্তবায়ন করে। কারণ, দান করা একটি উত্তম সুন্নতের কাজ নতুন করে শরিয়ত চালু নয়। কেননা, শরিয়ত চালু করা আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কার পক্ষে বৈধ নয়। আর প্রতিটি বিদাতই ভ্রষ্ট যা শরিয়তের বহির্ভূত জিনিস। আমরা যে অর্থ পেশ করলাম তার দলিল হাদীসের শুরুতে তার প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে।

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ﷺ:« جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ

ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ ».

رواه مسلم.

জারের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট আরব বেদুঈনরা আসে। তারা পশমীর (চামড়ার) কাপড় পরিহিত ছিল। তাদের আভাব-অনটনের দুরাবস্থা দেখে নবী [ﷺ] মানুষ সকলকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করেন। কিন্তু তারা দান করতে দেরী করাই তাঁর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে যায়। এরপর একজন আনসারী লোক একটি চাঁদির থলে ভরে নিয়ে আসে। অত:পর অন্য আর একজন আসে এভাবে অনেকে একের পর নিয়ে আসলে নবী [ﷺ]-এর চেহারায় আনন্দে ছাপ বুঝা যায়।" [মুসলিম]

এরপর নবী [ﷺ] উক্ত হাদীস পেশ করেন। আর দান-খয়রাত করা ইসলামের একটি উন্নত কাজ, নতুন কোন কাজ নয়।

(ঘ) আর উমার [ﷺ]-এর কথার অর্থ আভিধানিক অর্থে বিদাত, শারিয়তের (পরিভাষায়) অর্থে বিদাত

নয়। কারণ, উমার [ﷺ]-এর দ্বারা বিদাত সৃষ্টি হওয়াটা অসম্ভব। আর তারাবির সালাত জামাতে আদায় খোদ নবী [ﷺ] থেকে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উমার ফারুক [ﷺ] শুধুমাত্র নতুন করে জামাতবদ্ধভাবে চালু করেছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْف اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِد وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاته فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِد مِنْ اللَّيْلَة الثَّالثَة فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاته فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْله حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاة الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ». رواه البخاري.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি খবর দেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একদা গভির রাত্রে (রামজানে) বের হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন এবং কিছু মানুষও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে মানুষরা বলাবলি করলে দ্বিতীয় রাত্রি নবী [ﷺ]-এর সাথে অধিকাংশ মানুষ সালাত আদায় করেন। তৃতীয় রাত্রি বলাবলি করলে মসজিদে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং নবী [ﷺ] বের হয়ে সালাত আদায় করলে তারাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন।

এরপর চতুর্থ রাত্রিতে সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, মসজিদে সঙ্কুলান হয়না। নবী [ﷺ] একবারে ফরজরের সালাতের জন্য বের হন এবং সালাত আদায়ের পর বলেন: তোমাদের অবস্থা আমার অজানা নয়। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তোমাদের প্রতি ইহা ফরজ করে দেয়া হলে আদায় করতে আপারগ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় নবী [ﷺ]-এর মৃত্যু হয়।" [বুখারী]

১৪. **সংশয়:** অনেক বড় বড় আলেমরা জায়েজ বলেন এবং নিজেরা করেন। যদি করা বিদাত হত তাহলে তাঁরা কি করতেন?

সংশয় খণ্ডন: বড় বড় আলেমরা করলে বা ফতোয়া দিলেই দ্বীন ইসলামে কোন কাজ জায়েজ হয় না বরং কুরাআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেই জায়েজ হয়। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন কাজই বৈধ নয়। আর দলিল ছাড়া কোন ইমাম অথবা আলেম বা পীর-বুজুর্গের কথা বা ফতোয়া মান্য করা আল্লাহর সঙ্গে আনুগত্যে বড় শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[ٱتَّخَذُوٓاْ © وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ﴿٣١﴾ Z

التوبة: ٣١

"তারা (ইহুদি-খ্রীষ্টানরা) তাদের আলেম ও যাজকদেরকে আল্লাহ ব্যতীত পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" [সূরা তাওবা:৩১]

এখানে আল্লাহ হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ আলেম ও যাজকদের কথা শরিয়ত পরিপন্থী হওয়ার পরেও মান্য করা। যা বিদাতীদের ব্যাপারে আমাদের সমাজে একইভাবে প্রযোজ্য। তারা তাদের পীর-বুজুর্গদের শরিয়তের বিপরীত কথাকেও অহিরূপে মান্য করে যা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৫. সংশয়ঃ করতে নিষেধ তো নাই। আর আমরা জুয়া-তাস খেলি না বরং নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ-সালাম পাঠ করি।

সংশয় খণ্ডনঃ অবশ্যই নিষেধ রয়েছে; কারণ নবী [ﷺ] দ্বীনের মাঝে বিদাত সৃষ্টি করতে বারণ করেছেন। আর জুয়া-তাস খেলার চেয়ে বিদাত আরো জঘন্য পাপ। কারণ ইহা পাপ মনে করে করা হয় আর মীলাদুন্নবী করা হয় দ্বীন মনে করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে। পাপকে হারাম মনে করে করলে পাপ হয় কিন্ত পাপকে হালাল মনে করে করলে মানুষ কাফেরও হয়ে যেতে পারে।

১৬. সংশয়ঃ ঈসা [عليه السلام] -এর দোয়াঃ

, + *) (' & % $ # " ! [

المائدة: ١١٤ Z 8 1 0 / . -

“ঈসা ইবনে মারয়াম বলেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা। আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভরি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে।”

[সূরা মায়েদা:১১৪]

ঈসা [عليه السلام] খাদ্যভরি খাঞ্চা অবতরণ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন এবং তাকে ঈদ মানানোর জন্য আশা প্রকাশ করেন। তাই আমরা আমাদের নবী [ﷺ]-এর জন্ম দিনে ঈদ মানাতে নিষেধ কিসের?

সংশয় খণ্ডন:

প্রথমত: এতো ছিল আমাদের পূর্বের শরিয়ত। যদি ইসলামে তার স্বৃকীতি প্রদান করা হত, তাহলে অবশ্যয় বর্ণনা করত। কিন্তু তার কোন বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীসে আসেনি।

দ্বিতীয়ত: একজন রসূল কর্তৃক ঈদ মানানোর আশা প্রকাশ হয়ে ছিল। আর রসূলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শরিয়তের বিধান বর্ণনা করার অনুমতি আছে। কিন্ত আমাদের নবী [ﷺ] তাঁর জন্মদিনকে ঈদ মানানোর জন্য বলেননি এবং আশা পোষণও করেননি।

তৃতীয়ত: ইসলামে মাত্র দুইটি ঈদ: ঈদুলফিতর ও ঈদুলআজহা। এর অতিরিক্ত ঈদে মিলাদুন্নবী বানানো

নি:সন্দেহে একটি বিদাত যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণের কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ:« مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ».

رواه أبو داود.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদিনায় আগমন করেন। এ সময় মদিনাবাসীদের দুইটি দিন ছিল যে দিনে তারা খেলাধুলা করত। তিনি [ﷺ] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: এ দু'দিন কি? উত্তরে তারা বলল: জাহেলিয়াতের যুগে আমরা এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা এর পরিবর্তে উত্তম দু'দিন দান করেছেন: ঈদুলআজহা ও ঈদুলফিতর।" [আবু দাউদ]

চতুর্থত: সহীহ কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি যে, খ্রীষ্টানদের জন্য খাদ্যভরা খাঞ্চা অবতরণ হয়েছিল। বরং তাদেরকে অবতরণের পরে কুফরি করলে বড়

শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। তাই তারা তা থেকে বিরত থাকে। আর অবতরণ হয়ে থাকলেও যেমন দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এমন কোন বর্ণনা নেই যে পরবর্তীতে ঈসা [عليه السلام] ও তাঁর অনুসারীগণ সে দিনে ঈদ মানাতো।

১৭. সংশয়ঃ কা'আব ইবনে জুহাই নবী [ﷺ]-এর প্রশংসা করলে তাকে খুশি হয়ে বুরদা তথা চাদর পরিয়ে দেন। আর আমরাও মীলাদ মাহফিলে নবী [ﷺ]-এর প্রশংসাই করে থাকি।

সংশয় খণ্ডনঃ

১. এ ঘটনা দ্বারা সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم] তো মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করেননি। যদি করার পক্ষে দলিল হত তাহলে তাঁরাও অবশ্যই করতেন।

২. নবী [ﷺ] তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। অথচ বিদাতীরা তাদের অনুষ্ঠানাদিতে তাই করে থাকে।

নবী [ﷺ]-এর ভালোবাসার জন্য করণীয়

১. নবী [ﷺ]-এর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা এবং তিনি যে সমস্ত জিনিসের খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা।
২. নবী [ﷺ]-এর শরিয়তি তরীকা ছাড়া অন্য কোন তরীকা দ্বারা আল্লাহর এবাদত না করা।
৩. নবী [ﷺ]কে নিজের জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, সকল মানুষ ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসা।
৪. নবী [ﷺ]-এর সকল নির্দেশের আনুগত্য এবং সমস্ত নিষেধ থেকে বিরত থাকা। আর পীর, অলি, বুজুর্গ ও ইমামদের শরিয়ত পরিপন্থী শিরকি আনুগত্য বর্জন করা।
৫. নবী [ﷺ]-এর একচ্ছত্র অনুসরণ ও অনুকরণ করা এবং পীর, বুজুর্গ, অলি ও ইমাম ইত্যাদির অনুসরণ-অনুকরণ ত্যাগ করা।
৬. নবী [ﷺ]কে সাহায্য করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা।
৭. নবী [ﷺ]কে সবার ঊর্ধ্বে সম্মান, ইজ্জত ও শ্রদ্ধা করা।

৮. নবী [ﷺ]-এর প্রতি অগণিত বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠ করা।

৯. নবী [ﷺ]-এর আহলে বাইত তথা তাঁর পরিবার-পরিজনকে মহব্বত করা।

১০. নবী [ﷺ]-এর সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم]কে মহব্বত করা।

১১. নবী [ﷺ]-এর রেখে যাওয়া দু'টি আমানত আল-কুরআন ও সুন্নাহকে সাহাবা (রা:), তাবেঈ এবং ইমামগণ (রহ:)-এর মত জানা ও বুঝার চেষ্টা করা।

১২. নবী [ﷺ]-এর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহর দিকে সর্বপ্রকার ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্যের ফয়সালার জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে ফিরে যাওয়া।

১৩. নবী [ﷺ]-এর আমানতকে নিজের, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বদিক ও বিভাগে বাস্তবায় করা।

১৪. নবী [ﷺ]-এর একমাত্র আমানতদ্বয়ের দাওয়াত ও তাবলীগ করা। আর সমস্ত মাজহাব, তরীকা,

সংগঠন, চিন্তাধারা ইত্যাদির দাওয়াত ও তাবলীগকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার ও বর্জন করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

k j i h g f e d c [

الأعراف: ١٥٧ Z q p o n l

"সুতরাং, যারা তাঁর [নবীর] প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি করে এবং সেই আলোকে অনুসরণ করে চলে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে [কুরআন], তারাই সাফল্য লাভ করবে।" [সূরা আ'রাফ: ১৫৭]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত